ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 78 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৩৪ ● কলকাতা ● ১১ ভাদ্র, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২৮ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 41

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর ঐ সব বৃক্ষ জঙ্গলেই পাওয়া যায়। সব রকমের বৃক্ষ যখন স্বাভাবিক রূপে এক সাথে, এক স্থানে উৎপন্ন হয়, আর যাদের কেউ উৎপন্ন করে না, প্রকৃতি উৎপন্ন করে, এরকম জঙ্গলে মানুষের প্রাকৃতিক আত্মশান্তি মিলে। সেইজন্য বনের সান্নিধ্য থেকে জঙ্গলের সান্নিধ্য মানুষের বেশী পছন্দ। কারণ সমানতা, বিভিন্নতা, প্রাকৃতিকতা আর সামুহিকতা এই সব মিলে প্রাকৃতিক রূপ থেকে তৈরী বাতাবরণ কেবল জঙ্গলেই হয়, বনে নয়।"

এইভাবে গুরুদেব জঙ্গল আর বনের তফাৎ আমাকে বুঝিয়েছেন এবং আমারও ভাল লেগেছে। এটা আমার জন্য নতুন তথ্য ছিল।

ক্রমশঃ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সাংবাদিককে নিগ্রহ ,অত্যাচার, প্রাণনাশের হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বাউল শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের প্রতিবাদ জেলায় জেলায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাংবাদিক নিগ্রহ সাংবাদিক অত্যাচার দিনদিন বেড়েই চলেছে জেলায় জেলায় সারা রাজ্যে। বর্তমানে ডাইনি কুপ্রথায় মা বোনেদের ডাইনি অপবাদ দেওয়ার মত ছোঁয়াচে রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাংবাদিক নিগ্রহ করা, অত্যাচার করা, প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের জীবনতলা থানায় অন্তর্গত হেদিয়া গ্রামের তিনটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তার সংগঠন তার উপর অত্যাচারের বিষয় নিয়ে নবান্নে পুলিশ মন্ত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিযোগ জানিয়েছেন । মৃত্যুঞ্জয় সরদার তিনি বর্তমানে সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের ভারতীয় কমিটির জাতীয় সম্পাদক।সেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার অভিযোগ করেছেন সত্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য তার পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলা হয়। সমাজ বিরোধীরা প্রতি নিয়ত হুমকি মারধোর সহ প্রাণ নাশের চেষ্টা

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ইতিহাস

সুবল সরদার

আমি এখন 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' নামক গল্পের দেশে। মুলুক রাজ আনন্দের লেখা 'Two leaves and a bud ' গল্পের মর্ম গাঁথার দেশ , হিমালয়ের পাদদেশে জলপাইগুড়ি ! এখানে কলিকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। জলপাইগুড়ি আমার কাছে বৃষ্টি ,ভেজা আরণ্যক জীবন। মনে হতো রূপকথার মহাকাব্যিকতা যেখানে রূপকথা নিয়ে সন্ধ্যা নামে নির্জনতায় কিন্তু গতকাল ভোরে সেদিনটা ছিল ৯ ই আগষ্ট তিস্তা তোর্সা মেল থেকে জলপাইগুড়ি রোডে নেমে গাড়িতে করে চলতে চলতে আমার রোমান্টিকতা উধাও হয়ে যায়। কাব্যকথা যেন দুঃখে গাঁথা। রূপকথা হারিয়ে যায় উপকথার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে । তার উপকথা এখন উপেক্ষিত। এখানে বিভূতিভূষণের আরণ্যক জীবন খোঁজ অনর্থক। সবুজ ঢেকে আছে চারদিকে হাইরাইজ বিল্ডিংয়ে। এখানে নির্জনতার নাভিশ্বাস ওঠে গাড়ির গরম ধোঁয়ায়। নীলিমা জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। উন্নয়ন এখানে গর্বিত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাথা উঁচু করে সভ্যতার কালো চাদরে ঢেকে। শান্ত, সুন্দর ধ্যানমগ্ন জীবন কে এক দস্যু তার ধ্যান ভঙ্গ করে দেয় । বড় বড় হাইরোড়। কলকাতার মতো লম্বা গাড়ির সরণী হুস হুস শব্দ করে দ্রুত গতিতে পাশ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এখানে নাগরিক জীবনের সুখ- দুঃখের কথা শেষে হয়ে গেছে গতিশীল জীবনের জোর অনুশীলনে। কলিকাতা থেকে জলপাইগুড়ি , প্রিন্সিপাল বেঞ্চ থেকে সার্কিট বেঞ্চের অ্যাডভেঞ্চারে কোথাও বিঘ্ন ঘটে। এক পক্ষ কালের জন্যে একটা আরণ্যক জীবন খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা।

এই সার্কিট বেঞ্চের ইতিহাস জানতে হলে আমাদেরকে পিছতে হবে ষাটের দশকে। তখন সার্কিট বেঞ্চ নিয়ে কোন টুঁ শব্দ ছিল না। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বর্ষাকালে তিস্তার জলে ভাসে । তখন কোর্টে পা ফেলা খুব ঝুঁকি হয়। বিচারক থেকে শুরু করে স্টাফ, অ্যাডভোকেট, তাঁদের ল ক্লার্ক লিটিগেন্ট কোর্ট চত্বরে প্রবেশ করতে পারে না । তখন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ছিল ডি এম র বাংলোয়। এমন পরিস্থিতির অবসান চাইতে রাজ্য সরকার এবং হাইকোর্ট ঠিক করল ডি এম র বাংলো থেকে সরে যাবে রাজ বাড়িতে । রাজা ছিলেন মোশারফ হোসেন। রাজাহীন এই রাজবাড়ী ছিল রাজ্য সরকারের অধীনে। যখন এই কোর্ট সরানোর প্রস্তাব আসে তখন ওই কোর্টের আইনজীবীদের প্রতিবাদ শুরু হয়। একদিন রাতে যায় তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্টের নথি পত্র ট্রাক ভর্তি করে স্থানান্তকরণের চেষ্টা করছিল। এই খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই রাতের বেলায় কোর্টের সামনে তাঁরা জড়ো হয় । কোর্টের সামনে মঞ্চ বেঁধে প্রতিবাদ শুরু করেন । দিন রাত ধরে পাহারা দেন। এখানে জানিয়ে রাখি ওই প্রতিবাদ এতো তীব্রতর ছিল যে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ঘেরাও মুক্ত করতে। ফলে মাসের পর মাস কোর্ট বন্ধ হয় । মামলা হয় হাইকোর্টে । তৎকালীন বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য্য তৎকালীন ডি জি,ডিএম ,এসপি এবং ওখানের ওসির ব্যর্থতার দায়ে জেল হেফাজতের আদেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে আন্দোলন স্তিমিত হয় এবং রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ওই আন্দোলন থেমে যায় না। আন্দোলনকারী আইনজীবীরা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের দাবী জানায় । সময় আশির দশক। তৈরি হয় সার্কিট বেঞ্চ দাবী আদায় সমন্বয় কমিটি । প্রেসিডেন্ট ছিলেন অ্যাডভোকেট বিমল মোঢ় এবং বর্তমান জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বারের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিমল ব্যানার্জী ছিলেন সেক্রেটারি। বর্তমানে ওই কমিটির তিনি প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাডভোকেট অভিজিৎ সরকার সেক্রেটারি। কেন্দ্র থেকে একটা সবুজ সংকেত পাওয়া গেল যে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ হতে পারে কারণ এতো দূর থেকে মক্কেলদের যাওয়া সম্ভব নয়, কলিকাতা হাইকোর্টে যাওয়া খরচা সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়। শিলিগুড়িবাসীদের দাবী তাদের ওখানে সার্কিট বেঞ্চ করতে হবে। কোথায় হবে তা নিয়ে চলে দীর্ঘ টানা পোড়েন। অশান্তির এক ভয়াবহ বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল । অবশ্য একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল। জলপাইগুড়ি ভার্সেস শিলিগুড়ি। অবশেষে স্থির হয় জলপাইগুড়িতে হবে। যশোবন্ত কমিটির গাইডলাইন মেনে। শর্ত - ঐতিহ্যবাহী এবং পুরাতন, জনবহুল জনপথ এবং সদর হতে হবে। সেদিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলা সদর, জনবহুল, পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী । শিলিগুড়ি সদর নয়, জনবহুল জনপথ নয়, পুরাতন শহরও নয় । ১৯৬২ সালে যখন চাইনিজ আগ্রাসন ঘটে সেসময় ভারত সরকার শিলিগুড়ি করিডরে দিকে লক্ষ্য দেয় এবং উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি হয়। এই সমস্ত কারণ দেখিয়ে শিলিগুড়িতে না হয়ে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ তৈরির প্রস্তাব পাস হয়। তারপর এই কোর্ট তৈরি হয়। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ চালু হয় ২০১৯ সাল থেকে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং,কালিপঙ্ এবং কুচবিহার নিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের জোন। তারপরও তবু কিন্তু থেকে যায় । ওই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের কমিটির এখনও দাবী আছে। তারা দাবী করে স্থায়ী বিচার ব্যবস্থার যেমন হাইকোর্টের প্রিন্সিপাল বেঞ্চে হয়। তাঁরা খুব আশাবাদী এমনটা শোনা যায় কমলবাবুর মুখ থেকে। তাঁদের

এরপর ৪ পাতায়

কর্ণাটক, তেলঙ্গনা, বিহার এবং আসামে রেলের তিনটি মাল্টি-ট্র্যাকিং এবং গুজরাটের কচ্ছের প্রত্যন্ত এলাকায় নতুন রেল লাইন প্রকল্পের অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রেল মন্ত্রকের চারটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৩২৮ কোটি টাকা। প্রকল্পগুলি হ'ল –

১) দেশালপুর – হাজিপুর – লুনা এবং ভায়ুর – লাখপথ নতুন লাইন

২) সেকেন্দ্রাবাদ (সনৎনগর) – ওয়াদি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন

৩) ভগলপুর – জামালপুর তৃতীয় লাইন

৪) ফুরকাটিং – নিউ তিনসুকিয়া ডবল লাইন

এই প্রকল্পগুলি যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে গতি আনার পাশাপাশি, লজিস্টিক্সের খরচ এবং তেল আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা কমাবে। কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাসের ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে এই প্রকল্পগুলি। প্রত্যক্ষভাবে ২৫১ লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি হবে এর রূপায়ণের মাধ্যমে।

প্রস্তাবিত নতুন রেলপথটি কচ্ছ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগের প্রসার ঘটাবে। এরফলে, গুজরাটে আরও ১৪৫ কিমি রেলপথ সংযুক্ত হবে। এই প্রকল্প বাবদ খরচ ধরা হয়েছে ২ হাজার ৫২৬ কোটি টাকা। তিন বছরের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে। গুজরাটে পর্যটন প্রসারের পাশাপাশি এই নতুন রেলপথ লবণ, সিমেন্ট, কয়লা প্রভৃতি পরিবহণে গতি আনবে। হরপ্পা সভ্যতার ধোলাভিরা, কোটেশ্বর মন্দির, নারায়ণ সরোবর এবং লাখপথ কেল্লা অঞ্চলে পৌঁছে যাবে রেল পরিষেবা। গড়ে উঠবে ১৩টি নতুন রেল স্টেশন। উপকৃত হবেন ৮৬৩টি গ্রামের প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষ।

সংযোগ ব্যবস্থার প্রসারে মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলিও বিশেষ ভূমিকা নেবে। উপকৃত হবেন ৩ হাজার ১০৮টি গ্রামের ৪৭.৩৪ লক্ষ মানুষ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কালবুর্গি জেলার মানুষও বিশেষ সুবিধা পাবেন। সেকেন্দ্রাবাদ – ওয়াদি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন প্রকল্পের আওতায় থাকছে কর্ণাটক ও তেলঙ্গনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ১৭৩ কিমি দীর্ঘ রেলপথে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে ৫ বছরে। খরচ ধরা হয়েছে ৫ হাজার ১২ কোটি টাকা।

বিহারের ভাগলপুর – জামালপুর তৃতীয় রেল লাইন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে তিন বছরে ১ হাজার ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে। ফুরকাটিং – নিউ তিনসুকিয়া ১৯৪ কিমি দীর্ঘ রেলপথের ডবলিং – এর কাজ শেষ হবে চার বছরে। খরচ ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলির প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকার প্রতিটি অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার কর্মসূচিকে আরও প্রসারিত করতে চায়। পিএম গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনাকে ভিত্তি করে রূপায়িত হবে এই প্রকল্পগুলি। ৪টি প্রকল্পের রূপায়ণ ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫৬৫ কিমি বাড়িয়ে দেবে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যকে সরিয়ে দিলেন উপচার্য

বেবি চক্রবর্ত্তী

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনেক দিনের। কিন্তু এবার তাঁকে সরাতে বাধ্য হলেন উপচার্য আনন্দ বোস। দুর্নীতি এবং কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে তাঁকে সরানো হয়েছে। ২৫ অগস্ট কনভোকেশন অর্থাৎ সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে ব্যর্থ হন উপাচার্য। তার প্রেক্ষিতে সরানো হল বলে রাজভবন সূত্রের খবর। এর আগেও গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। তা নিয়ে খবরও হয়েছে একাধিক। আর্থিক দুর্নীতি থেকে নথি, উত্তরপত্র চুরি-সহ এক গুচ্ছ অভিযোগ বারবার ওঠে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। দুর্নীতিতে নাম জড়িয়ে দীর্ঘ দিন ধরে সাসপেন্ড ছিলেন একাধিক

অধ্যাপক এবং আধিকারিকও। এই বিষয়ে তীব্র ক্ষুব্ধ ছিলেন রাজ্যপাল। শেষ বুধবার সকালে এক বিবৃতি দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন তিনি।

উপচার্যর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন বিজেপি। দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরের চার প্রতিনিধি দলকেও রাজ্যের তরফে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, সেই প্রতিনিধি দলে ছিলেন খোদ উপাচার্যও। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে একাধিক। দেড় দশক আগে মালদহে গড়ে ওঠে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মালদহ ও দুই দিনাজপুরের ২৫টি কলেজ রয়েছে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর নিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। ২০১৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। অভিযোগ ওঠে, অবৈধভাবে কোটি-কোটি টাকা খরচ করা হয় ওই অনুষ্ঠানে। হিসাব বহির্ভূত খরচের অভিযোগ ওঠে। তখন থেকে প্রকাশ্যে আসে বিষয়টি। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা অভিযানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, সেটারও খরচ নিয়ে অভিযোগ ওঠে। আদৌ সেই টাকা কোন খাতে খরচ করা হয়, তার হিসাব পাওয়া যায় না। গোটা বিষয়ের প্রেক্ষিতে এবার উপাচার্যকেই সরিয়ে দিলেন রাজ্যপাল।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫ – এর জন্য মনোনয় প্রত্যাহারের সময়সীমা ২৫ অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন এই দু'জন প্রার্থী –

১) শ্রী বুচিরেড্ডি সুদর্শন রেড্ডি। ঠিকানা: ৮-২-২৯৩/৮২/এনএল, ১২এ এমএলএ অ্যান্ড এমপি কলোনী, জুবিলি হিলস রোড, নম্বর – ১০সি টিএসএসপি গ্রেটার হায়দরাবাদ, তেলঙ্গনা – ৫০০০৩৩।

২) শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণণ। ঠিকানা: ওয়ালকেশ্বর রোড, মালাবার হিল, মুম্বাই – ৪০০৩৫।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫ – এর ভোট গ্রহণ হবে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার, নতুন দিল্লির সংসদ ভবনের রুম নম্বর: এফ – ১০১, বসুধায়। ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল ১০টায় এবং শেষ হবে ঐ দিনই বিকেল ৫টায়।

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইলেক্টোরাল কলেজে রয়েছেন সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যরা। রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যরাও ইলেক্টোরাল কলেজে অন্তর্ভুক্তির এবং ভোটদানের অধিকারী।

সংসদ ভবনে এই নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন রিটার্নিং অফিসার, তথা রাজ্যসভার মহাসচিব শ্রী পি সি মোদি।

ভোট গণনা শুরু হবে ভোট গ্রহণের দিনই সন্ধ্যা ৬টায়। ফল প্রকাশ হবে তারপরই।

সম্পাদকীয়

হাওড়া-শিয়ালদহ রুটে মেট্রো চালু হতেই উধাও ট্যাক্সির

অ্যাপ ক্যাব আসার পরই কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল। আর মেট্রোপথে হাওড়া-শিয়ালদহ-বিমানবন্দর জুড়ে যাওয়ায় তার কফিনে শেষ পেরেকটাও সম্ভবত পুঁতে গেল। হলুদ ট্যাক্সি। কলকাতার নস্টালজিয়া। কলকাতার আইকনও বটে। সোমবার থেকে তার অস্তিত্ব আরও সঙ্কটে। হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশন এবং বিমাবন্দরের যাত্রীদের ভরসায় তবু তার চাকা গড়াচ্ছিল।ট্যাক্সি সংগঠন জানাচ্ছে, কমতে কমতে এখন শহরে হলুদ ট্যাক্সির সংখ্যা সাড়ে তিন থেকে চার হাজারে এসে ঠেকেছে। ডিসেম্বরে আরও হাজার দেড়েক বসে যাবে ১৫ বছর হয়ে যাওয়ার কারণে। তারপর যে ক'টা থাকবে, তা চালিয়ে চালকদের খাওয়ার খরচও উঠবে না। আর তাই বিকল্প পথ খুঁজে পেতে মরিয়া চালকরা। যাত্রীদের কথায়, এখন মেট্রো ঘিরেছে শহর-শহরতলি। অনেক কম খরচে যাতে চড়ে যাত্রীরা নিশ্চিন্তে যানজট এড়িয়ে এসির হাওয়া খেতে খেতে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারছেন। এআইটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্সি অপারেটর্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক নওয়াল কিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, "সব দিকে মেট্রো চালু হওয়ায় ট্যাক্সির যাত্রী অনেক কমে গিয়েছে। ফলে আমরা সরকারের কাছে ট্যাক্সিচালক এবং তাঁদের সংসারকে বাঁচাতে বিকল্প রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানাব।"কিন্তু দিন দুই হল, সেখানকার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ভাটা। ভরসা বলতে অধিক রাতের ট্রেনে ফেরা দূরপাল্লার যাত্রীরা। কিন্তু তা দিয়ে গোটা দিনের খরচ ওঠানো মুশকিল। স্বাভাবিকভাবেই কপালে চিন্তার ভাঁজ তাঁদের। তবে কি চিরতরেই বসে যাবে কলকাতার নস্টালজিয়া হলুদ ট্যাক্সি!

বছর দশেক আগে থেকেই অ্যাপ ক্যাবের বাড়বাড়ন্ত শহরে। আর তাদের আসার সময় থেকেই হলুদ ট্যাক্সির ধুঁকতে থাকা শুরু। ভাড়ার নামে চালকদের জুলুমবাজি, মিটারে না যাওয়া, ভাঙা জানালা, এসিহীন ছেঁড়া-সিটের লজঝড়ে ট্যাক্সির প্রতি কার্যত বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন সাধারণ মানুষও। তাও বিমানবন্দর এবং হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশনের প্রিপেড বুথ বা সেখানকার স্ট্যান্ড থেকে যাত্রীরা এই ট্যাক্সিতে চড়েই গন্তব্যে যেতেন। কিন্তু ধর্মতলা, শিয়ালদহ মেট্রোপথে জুড়ে যাওয়ার পর যাত্রীরা দূরপাল্লার ট্রেন থেকে নেমেও মেট্রোতেই চড়ছেন। খরচ কম, সেই সঙ্গে আরামে এসির হাওয়া খেয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া। স্বাভাবিক নিয়মেই তাই মাছি তাড়াচ্ছে হলুদ ট্যাক্সির চালকরা।

এই ট্যাক্সিকে ঘিরে শহরের অনেক নস্টালজিয়া, আবেগ, অনুভূতি। কিন্তু সেই নস্টালজিয়াই এবার বিলুপ্তির পথে। শহরের লাইফলাইনের বিস্তারে অস্তিত্ব সঙ্কটে কলকাতার ঐতিহ্য। চালকরা জানাচ্ছেন, অ্যাপ ক্যাব আসার পর থেকেই যাত্রী কমতে শুরু করে। যাত্রীরা এসি গাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সিতে উঠতে চান না। অ্যাপে তাঁরা ক্যাব বুক করেন, যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে। রোজগার কমে যাওয়ায় অনেকেই ট্যাক্সি চালানো ছেড়ে দেন। তারপর ১৫ বছরের গেরোতে বহু ট্যাক্সি বসে গিয়েছে। এখন মেরেকেটে হাজার চারেক রাস্তায় বেরোয়। চালকদের কথায়, আগে তাও মালিককে ভাড়া দিয়ে, তেল ভরে দিনে পাঁচ-ছ'শো টাকা থাকত। কিন্তু মেট্রোর বিস্তারে এখন সেটাও থাকছে না।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

কুমার, সুচিত্রা সেন প্রমুখের শেষকৃত্য এই শ্মশান ঘাটেই সম্পন্ন হয়েছে। হিন্দুদের বিশ্বাস এই শ্মশানে দেহ সৎকার হলে দেবীর আশীর্বাদে পুণ্য লাভ করা যায় পর পারের জন্যে। এ কথা বলতে গেলে আরো বলতে হয়,পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, এখানে সতীর ৫১ দেহখণ্ডের মধ্যে ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙুলটি পড়েছিল। পুরাণে উল্লেখ আছে, দেবাদিদেব মহাদেবের অনিচ্ছাতেই পিতা দক্ষের দক্ষযজ্ঞে গিয়েছিলেন পার্বতী। রাজা দক্ষ দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করে স্বর্গ-মর্ত-পাতালের সুর-অসুর, দেবতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ইতিহাস

দাবী বেঞ্চের জোন আরো বড় চাই। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলাগুলি সার্কিট বেঞ্চের মধ্যে দিতে হবে বলে দাবী করছেন । এখন সার্কিট সরে যাবে পাহাড়পুরে । এটা খুব দূর নয়। ১২ ই জুলাই ২০২৫ এ উদ্বোধনের কথা ছিল কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় কারণ জানা যায় না। সেখানে সার্কিট বেঞ্চ তৈরি, বিচারপতিদের আবাসন থেকে স্টাফ কোয়ার্টারস র কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে । গোশালা থেকে একটা চওড়া রাস্তা তৈরি হচ্ছে সোজা পাহাড়পুর সার্কিট বেঞ্চের জন্যে । ওই রাস্তা শুধু মাত্র খোলা থাকবে বিচারপতি, অ্যাডভোকেট এবং স্টাফদের জন্যে । পাহাড়পুর সার্কিট বেঞ্চ একবারে হাইকোর্টের আদলে তৈরি হয়েছে। ব্রিটিশদের অন্ধ অনুকরণ মনে পীড়া দেয়। সামনে একেবারে বিল্ডিংয়ের মাথার উপর গম্বুজ আকৃতি চার্চের মতো যেমনটা হাইকোর্টের প্রিন্সিপাল বেঞ্চে আছে। ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পতে তৈরি হলে ভালো লাগত। তিস্তা যদি জলপাইগুড়ির ব্যান্ডআম্বাসাডর হয়, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ হবে গর্ব এবং ঐতিহ্যের প্রতীক হবে। ইতিহাসের হাত ধরে কেমন ইতিহাস তৈরী হয় ! জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ এগিয়ে চলেছে ইতিহাসের পথ ধরে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

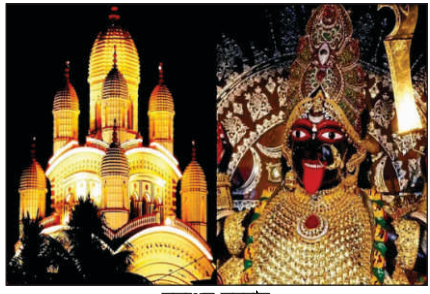

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অগ্নিশিখার ন্যায় ইঁহার পিঙ্গল কেশরাজি উর্ধ্বে উত্থিত" (বিনয়তোষ ৩৯-৪০)।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই চণ্ডরোষণকে চণ্ডীর পুরুষরূপ বলেছেন সুকুমার সেন (৪: ৩৬২)। চণ্ডীর সঙ্গে সম্পর্ক অবৈদিক তান্ত্রিক ব্রাত্য সংস্কৃতির।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী পথবিক্রেতা আত্মনির্ভর নিধি (পিএম স্বনিধি) প্রকল্পের পুনর্গঠন এবং এর ঋণদানের সময়সীমা ৩১/১২/২০২৪-এর পরেও বাড়াবার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ প্রধানমন্ত্রী পথবিক্রেতা আত্মনির্ভর নিধি (পিএম স্বনিধি) প্রকল্পের পুনর্গঠন এবং এর ঋণদানের সময়সীমা ৩১/১২/২০২৪-এর পরেও বাড়াবার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। ঋণ প্রদানের সময়সীমা ২০৩০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে ৭,৩৩২ কোটি টাকা। পুনর্গঠিত এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, ৫০ লক্ষ নতুন সুবিধাভোগী সহ মোট ১.১৫ কোটি সুবিধাভোগীকে এর আওতায় আনা।

প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব যৌথভাবে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক এবং আর্থিক পরিষেবা দফতরকে। ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে ঋণ যাতে সহজে পাওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করা এবং তৃণমূল স্তরে এর কাজকর্মের তদারকি করবে আর্থিক পরিষেবা দফতর।

পুনর্গঠিত এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল, প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধি, যেসব সুবিধাভোগী দ্বিতীয় ঋণ পরিশোধ করেছেন তাদের জন্য ইউপিআই সংযুক্ত রুপে ক্রেডিট কার্ড এবং খুচরো ও পাইকারি লেনদেনের জন্য ডিজিটাল ক্যাশব্যাকের সুবিধা। প্রকল্পের আওতাভুক্ত শহর ও মফস্বলের এলাকা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্রথম ঋণের পরিমাণ ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার এবং দ্বিতীয় ঋণের পরিমাণ ২০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। তৃতীয় ঋণের পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়েছে ৫০ হাজার টাকায়।

ইউপিআই সংযুক্ত রুপে ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার ফলে পথ বিক্রেতারা জরুরী ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন সামাল দিতে তাৎক্ষণিক ঋণের সুবিধা পাবেন।

এছাড়া ডিজিটাল লেনদেনকে উৎসাহ দিতে এর ওপর ১,৬০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাকের সুবিধার সংস্থান রয়েছে।

এই প্রকল্পে পথ বিক্রেতাদের সক্ষমতা বাড়াতে তাঁদের উদ্যোগ স্থাপনের শিক্ষা, আর্থিক সাক্ষরতা, ডিজিটাল দক্ষতা, সংযোগ সাধনের মাধ্যমে বিপণন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অংশীদার হিসেবে সহযোগিতা করবে এফএসএসএআই।

পথ বিক্রেতা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে মাসিক লোক কল্যাণ মেলার মাধ্যমে "স্বনিধি সে সমৃদ্ধি" উপাদানকে আরও জোরদার করা হচ্ছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা যাতে সম্পূর্ণভাবে তাদের কাছে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

কোভিড অতিমারিতে নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সংকটে পড়া পথবিক্রেতাদের পাশে দাঁড়াতে ২০২০ সালের ১ জুন এই প্রকল্পের সূচনা হয়। তবে গোড়া থেকেই এই প্রকল্প নিছক আর্থিক সহায়তাকে ছাপিয়ে পথ বিক্রেতাদের এক ধরনের পরিচিতি এবং দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়েছে।

চলতি বছরের ৩০ জুলাই পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ৬৮ লক্ষেরও বেশি পথ বিক্রেতাকে ৯৬ লক্ষেরও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এর আর্থিক মূল্য ১৩,৭৯৭ কোটি টাকা।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

স্লটলেক যুবক সংঘের গনেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন ফিরহাদ হাকিম

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

বুধবার গনেশ চতুর্থী সারা কলকাতা জুড়ে শুরু হয়েছে গনেশ পুজোর উন্মাদনা। কত কয়েক বছরে কলকাতা সহ বাংলায় প্রচুর নতুন গনেশ পুজো শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সল্টলেকে গণেশ পুজো উদ্বোধনে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বাংলা ও বাঙালি অস্মিতা নিয়ে যখন রাজ্যে যখন সরব তৃণমূল। সেই মোক্ষম সময়ে এই বিষয়টিকেই নিজেদের মণ্ডপে তুলে ধরল সল্টলেকের 'যুবকসংঘ' (আদি) ক্লাব। এই বছর তাদের থিম 'বাংলা আমার মা'। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, "বাংলার ভাষার সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগ নেই। তাহলে বাংলা বলার সময় জনাব বলা হয় কেন? যখন উর্দু বলবো তখন জনাব। গৌতম ঘোষ বলব। কিন্তু যখন বাংলা বলব তখন শ্রী ফিরহাদ হাকিম বলব। ইংলিশ যখন বলব তখন মিস্টার।" স্বাভাবিক কারণেই বাংলা ভাষা না বাংলাদেশি ভাষা - তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এর পরেই তিনি ধর্ম ও ভাষা প্রসঙ্গ তুলে বলেন,"এটা আমরা বেশিরভাগ সময় ভুল করি তার কারণ ধর্মের সঙ্গে ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন আমাদের কালচারাল এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, সেই যারা মাথা মোটা একটা সময় ধর্ম-ধর্ম নিয়ে মারপিট করত, আজকে তারা ভাষা নিয়ে মারপিট করছে। এটা কেন হবে? বিশ্বের পঞ্চম তম বৃহত্তর ভাষা আমাদের বাংলা ভাষা।" ফিরহাদ হাকিম বাংলা ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যর কথা তুলে ধরেন।

রাহুলের সভায় প্রতিনিধি পাঠিয়েও বুঝিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: বিহারে কংগ্রেস ও আরজেডির এসআইআর নিয়ে সমাবেশে ১ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি পাঠাবে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে কাকে পাঠানো হবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

কংগ্রেসকে জমি ছেড়ে দিতে বিরোধী শিবিরের অনেকেই নারাজ। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো বৃহত্তর স্বার্থে ইন্ডিয়া জোটে থেকে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ালেও, বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। তাতে সব ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। কংগ্রেসের দাদাগিরি যে সকলে মেনে নেবে না বলেই ইন্ডিয়া জোটে থাকা অধিকাংশ বিরোধী দলের মত।দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বিহারের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না।তাঁদের দু'জনেরই পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি রয়েছে। তবে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী নিজে মমতা ও অভিষেককে বিহারের যাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাই তৃণমূল যে প্রতিনিধি পাঠাবে, তা একশো শতাংশ নিশ্চিত বলেই দলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, কংগ্রেসের সঙ্গে সংসদে তৃণমূল ইস্যুভিত্তিক সমন্বয় রক্ষা করে চললেও ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে তাদের যে স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে, সে বিষয়টি আগেই তৃণমূলের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তা বাংলা-বাঙালি ইস্যুতে আলাদা প্রতিবাদ হোক বা সংবিধান সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রে তীব্র বিরোধিতা। ইন্ডিয়া জোটে থাকলেও তৃণমূল যে কংগ্রেসের জোট শরিক নয়, তা বারবারই বলে থাকেন তৃণমূলের নেতারা। তাই সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা তথা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনরা বিহারের যাত্রায় সশরীরে হাজির থাকলেও, তৃণমূল প্রতিনিধি পাঠিয়েই সমন্বয় রক্ষা করবে বলে ঠিক করেছে। আবার শিব সেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) ও তৃণমূলের মতোই প্রতিনিধি পাঠাতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। শিব সেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে নিজে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। আবার আম আদমি পার্টর প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিহারের যাত্রাতে যাবেন না। আপের তরফে প্রতিনিধি পাঠানো হবে কি না, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। কারণ, আপ এখন আর ইন্ডিয়া জোটে নেই। কংগ্রেসের থেকে তারা দূরত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী।

(১ম পাতার পর)

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সাংবাদিককে নিগ্রহ,অত্যাচার, প্রাণনাশের হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বাউল শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের প্রতিবাদ জেলায় জেলায়

করে চলেছে। আবার কখনো তার জমি সংক্রান্ত কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা ও গোপনে হত্যার চেষ্টাও করে চলেছে। নবান্নে এই অভিযোগের চিঠির ভিত্তিতে চিঠি হাতে নিয়েই রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল পথে পথে। বর্ধমান রেল স্টেশনে সাংবাদিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে বাউল গানে প্রতিবাদ করে প্রতিবাদী ঝড় তুলে দেন। জাতীয় সম্মানিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী, এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিন বার সম্মানিত পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী তার বাউল গানে ও বক্তব্যে বার বার বলছেন যে সাংবাদিক ও সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সর্দার নবান্নে যে অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগের পুখ্যানুপুঙ্খ তদন্ত হোক দোষীরা চিহ্নিত হোক এবং পুলিশ প্রশাসন আইন আদালত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুক । দশ বার স্বর্ন পদক প্রাপ্ত এবং দিল্লিতে গোল্ড পদ্ম সম্মান প্রাপ্ত ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল বাউল গানে ও বক্তব্যে গর্জে ওঠেন যে সংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সংবাদিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার না করলে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিক বৃন্দ ঠিক মতো সত্য ঘটনা তুলে ধরতে পারবে না। স্বপন বাউল বলেন আমি শুধু মাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাংবাদিকের কথা বলছি না আমি যেহেতু রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী সেহেতু সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে সারা দেশের সাংবাদিক ও সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় সাংবাদিক বৃন্দ দের উপর নিগ্রহ অত্যাচার প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছি জেলায় জেলায়। সকলকে জানতে হবে বুঝতে হবে সচেতন হতে হবে যে গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিক বৃন্দ। সুতরাং সারা দেশে সারা রাজ্যের লাগাতার সাংবাদিকের উপর অত্যাচার নিগ্রহ করলে সংবাদ মাধ্যম কি করে সত্যের পথ দেখাবে? কি করে সত্যকে জানাতে পারবে? সারা রাজ্যের একমাএ বাউল শিল্পী যিনি নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় দেশে বিদেশে সম্মানিত সেই শিল্পি ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল তার নিজের লেখা ও সুরে বাউল গানে গানে বর্ধমান রেল স্টেশনে বললেন--- সাংবাদিক নিগ্রহ বন্ধ করো রে , সংবাদিককে অত্যাচার কেউ করো না রে। সংবাদিকদের প্রাণ নাশের হুমকি কেউ দিও না রে, দোষীদের শাস্তি পেতেই হবে, আইন আদালত ছাড়বে না রে।। সংবাদিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষার না দিলে , সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিককে রক্ষা করা যাবে না রে।।

সিনেমার খবর

বাড়িতে প্রতিযোগিতা চাই না: শাহরুখ খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের তিন সন্তান। আরিয়ান খান, সুহানা খান এবং আব্রাম খান। আব্রাম বয়সে অনেক ছোট্ট। তবে ইতিমধ্যেই বাবার জুতোয় পা গলিয়েছেন সুহানা। অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছে তার। তার প্রথম সিরিজ চর্চিত হলেও অভিনয় সমালোচিত হয়।

এবার বাবার সঙ্গে বড় পর্দায় আসতে চলেছেন তিনি। তার প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। ছেলে আরিয়ানও পিছিয়ে নেই। খুব শিগগিরই রূপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ হতে চলেছে তার। তবে পরিচালক হিসেবে। যদিও শাহরুখ-অনুরাগীরা আরিয়ানকে ক্যামেরার পেছনে নয়, বরং পর্দার নায়ক হিসেবে দেখতে চান।

সম্প্রতি শাহরুখের 'আস্ক মি এনিথিং' সেশনে এমনই আবদার করে বসেন অনুরাগীরা। তাতেই সবটা খোলসা করলেন বাবা শাহরুখ!

অভিনেতার সাফ কথা, তিনি তার বাড়িতে কোনও প্রতিযোগিতা চান না। কারণটা খুলে না বললেও অভিনেতার ইঙ্গিত, মেয়ে যেহেতু বড় পর্দার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, ছেলে ক্যামেরা নেপথ্যেই থাকবে।

শাহরুখের কথায়, "ও ক্যামেরার নেপথ্যে থাকতে চায়, ওকে ভালবাসা দেবেন ওর প্রথম কাজের জন্য। এছাড়া বাড়িতে কোনও প্রতিযোগিতা হোক, চাই না।"

আরিয়ানের ওয়েব সিরিজ 'স্টারডম'-এর শুটিং শেষ। নাম থেকেই স্পষ্ট বিনোদন জগতের তারকাদের জীবনের ওঠাপড়া নিয়ে তৈরি হতে চলেছে এই সিরিজ। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল, আরিয়ানের প্রথম সিরিজে বিশেষ একটি চরিত্রে দেখা যেতে চলেছে শাহরুখকে। বিশেষ চরিত্রের জন্য শুট করার কথা রণবীর সিং ও করন জোহরের।

শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের ওয়েব সিরিজের প্রথম লুক প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খান অবশেষে পর্দায় আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর প্রথম ওয়েব সিরিজ 'দ্য ব্যান্ডস অব বলিউড'-এর প্রথম ঝলক প্রকাশিত হয়েছে এবং টিজারটি প্রকাশের মুহূর্তে ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

ফার্স্টলুক টিজারে আরিয়ান খান উপস্থিতি ও ভয়েসওভার দিয়েছেন, যা অনেকটাই তাঁর বাবা শাহরুখ খানের স্টাইলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। টিজার শুরু হয় শাহরুখের 'মোহাব্বাতে' সিনেমার আইকনিক ভায়োলিন সুর দিয়ে। এরপর শোনা যায় শাহরুখের কণ্ঠে পরিচিত সংলাপ, "এক লাড়কি থি দিওয়ানি সি, এক লাড়কে পে বো মারতি থি।" টিজারে সিরিজের প্রধান দুই চরিত্র লক্ষ্য ও সাহের বাম্বার রোমান্টিক দৃশ্যে দেখা যায়। হঠাৎই আরিয়ান হাজির হন এবং কাহিনির মোড় ঘুরিয়ে দেন। তিনি বলেন, "এই সিরিজ যতটা প্রেম নিয়ে, ততটাই ভরা উন্মাদনা ও অ্যাকশনে। বলিউড—যাকে আপনারা বছরের পর বছর ভালোবেসেছেন, আবার সমালোচনাও করেছেন। আমিও তাই করব, দেব প্রচুর ভালোবাসা, আর একটু আক্রমণ।"

আরিয়ান খান নিজেই লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন সিরিজটি। সহ-নির্মাতা হিসেবে কাজ করেছেন বিলাল সিদ্দিকি ও মানব চৌহান, এবং প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন গৌরী খান। লক্ষ্য ও সাহের বাম্বার ছাড়াও অভিনয় করেছেন ববি দেওল, মনোজ পাহওয়া, মোনা সিং, মনীশ চৌধুরী, রাঘব জুয়াল, অন্যা সিং, বিজয়ন্ত কোহলি ও গৌতামী কাপুর।

অতিরিক্তভাবে সিরিজে দেখা যাবে সালমান খান, করণ জোহর, রণবীর কাপুর ও শাহরুখ খানকে বিশেষ চরিত্রে। সিরিজটি নেটফ্লিক্সে এ বছরের শেষের দিকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে।

টালিউডে ইতিহাস গড়ল দেব-শুভশ্রীর 'ধূমকেতু'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মুক্তি পেয়েছে বহু আলোচিত ছবি 'ধূমকেতু'। আর মুক্তির মাত্র দুই দিনেই সিনেমাটি গড়ে ফেলেছে আয়ের নতুন রেকর্ড।

প্রকাশের প্রথম দিনেই (১৪ আগস্ট) এই সিনেমা আয় করেছে ২.১০ কোটি টাকা। পরদিন স্বাধীনতা দিবসের ছুটিতে হলে উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের আয় গিয়ে দাঁড়ায় ৩.০২ কোটিতে। সব মিলিয়ে দুই দিনে দেব-শুভশ্রী অভিনীত এই সিনেমার মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৫.১২ কোটি টাকা, যা টালিউডে মুক্তির প্রথম দুই দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়ের নতুন রেকর্ড।

দর্শকদের এমন ভালোবাসায় আপ্লুত সিনেমার পুরো টিম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রযোজক রানা সরকার ও অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ সংশ্লিষ্টরা।

'ধূমকেতু'র পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ও নাটকীয় ইতিহাস। সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে, শেষ হয় ২০১৫ সালে। কিন্তু নানা জটিলতায় আটকে যায় মুক্তি। অবশেষে ৯ বছর পর, ২০২৫ সালে এসে মুক্তি পেল এই বহু প্রতীক্ষিত ছবি।

এই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন দীপক অধিকারী দেব ও শুভশ্রী গাঙ্গুলি। একসময় এই দুই তারকার প্রেম ছিল টালিউডের ওপেন সিক্রেট। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্কে ইতি টানার সময়েই একসঙ্গে কাজ করেন 'ধূমকেতু'তে। আর সেই ভাঙা সম্পর্কের পর এটিই তাদের একসঙ্গে অভিনীত শেষ সিনেমা।

গুরুতর চোটে বদলি খেলোয়াড় নামানোর নিয়ম আনছে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেট মাঠে খেলোয়াড়দের চোট পাওয়া নতুন কিছু নয়। তবে খেলার মাঝপথে গুরুতর ইনজুরিতে পড়লে দলে একজন কম নিয়ে লড়াই করতে হয়, যা ম্যাচের ভারসাম্যে বড় প্রভাব ফেলে। এমন পরিস্থিতি সামাল দিতেই বদলির নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

নতুন এই নিয়মের নাম 'সিরিয়াস ইনজুরি রিপ্লেসমেন্ট সাবস্টিটিউট', যা চালু হবে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে, বিশেষ করে একাধিক দিনের ম্যাচের টুর্নামেন্টগুলোতে। আগামী ২৮ আগস্ট শুরু হতে যাওয়া দুলিপ ট্রফি থেকেই কার্যকর হবে নিয়মটি। পরবর্তীতে রঞ্জি ট্রফিসহ অন্যান্য দীর্ঘ ফরম্যাটের প্রতিযোগিতায়ও এটি অনুসরণ করা হবে।

এই নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচ চলাকালীন কোনো ক্রিকেটার গুরুতর ও বহিঃস্থ চোটে পড়লে বদলি খেলোয়াড় নামানো যাবে। তবে বদলি পেতে হলে সংশ্লিষ্ট চোটের মেডিকেল রিপোর্ট জমা দিয়ে ম্যাচ রেফারির অনুমোদন নিতে হবে।

শুধু হ্যামস্ট্রিং টান, ক্র্যাম্প, স্ট্রেইন বা ছোটখাটো ইনজুরির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

বদলি খেলোয়াড় অবশ্যই 'লাইক-ফর-লাইক' হতে হবে। ব্যাটসম্যানের জায়গায় ব্যাটসম্যান, বোলারের বদলে বোলার, অলরাউন্ডারের বদলে অলরাউন্ডার। স্কোয়াডে থাকা যেকোনো ক্রিকেটার যদি প্রোফাইল অনুযায়ী মিলে যায়, তাকেই মাঠে নামানো যাবে

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বদলির সুযোগ সীমিত কেবল কনকাশন সাব এবং কোভিড আক্রান্ত খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেই।

সম্প্রতি ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে রিশাভ পান্ত ও ক্রিস ওকসের ইনজুরি নিয়েই উঠেছিল বিতর্ক। চোটে পড়েও দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে নামেন পান্ত। একইভাবে চোটে পড়া ওকস এক হাতে স্লিং ঝুলিয়ে ব্যাট করতে নামেন শেষ টেস্টে।

এমন দৃশ্যের পরই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তোলে বিসিসিআই। পরে বোর্ড সভায় আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত আসে 'সিরিয়াস ইনজুরি' বদলির নিয়ম চালুর।

ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর এই নিয়মের পক্ষে মত দিলেও ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখেন না।

তবে আইসিসি আগেই জানিয়ে দিয়েছে, সদস্য দেশগুলো চাইলে নিজেদের ঘরোয়া টুর্নামেন্টে এই নিয়ম চালু করতে পারবে। সেই সুযোগই এবার কাজে লাগাচ্ছে বিসিসিআই।

ধোনির রেকর্ড ভাঙলেন কুইন্টন ডি কক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব ক্রিকেটে উইকেটরক্ষকের ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভূমিকায় নতুন ইতিহাস গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে উইকেটরক্ষক হিসেবে সর্বোচ্চ ডিসমিসালের মালিক এখন তিনিই।

সাম্প্রতিক ম্যাচে বার্বাডোজ রয়্যালসের হয়ে মাঠে নেমে রাকিম কর্নওয়েলের একটি ক্যাচ নিয়ে রেকর্ডটি নিজের করে নেন ডি কক। এ ম্যাচে ব্যাট হাতে ৫৭ রান করলেও তার দল ৬ উইকেটে হেরে যায় অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারমুডা ফ্যালকসের কাছে।

ব্যক্তিগত এই মাইলফলক অবশ্য ডি ককের জন্য বড় প্রাপ্তি। তিনি এখন পর্যন্ত টি-টোয়েন্টিতে ৩১৮টি ডিসমিসালের মালিক। এর মধ্যে রয়েছে ২৬১টি ক্যাচ ও ৫৭টি স্টাম্পিং। এই সংখ্যায় তিনি পেছনে ফেলেছেন ভারতের কিংবদন্তি অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে, যাঁর ছিল ৩১৭ ডিসমিসাল (২২৫ ক্যাচ ও ৯২ স্টাম্পিং)।

ডি কক ও ধোনি এতদিন যৌথভাবে শীর্ষে থাকলেও, এবার এককভাবে শীর্ষে উঠে এলেন দক্ষিণ আফ্রিকান উইকেটরক্ষক।

ধোনি জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছেন ২০২০ সালে এবং এখন কেবল আইপিএলে খেলেন। অন্যদিকে, ডি কক নিয়মিতই বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশ নিচ্ছেন, ফলে তার ডিসমিসালের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

এই তালিকার পরবর্তী নামগুলো হলেন- দিনেশ কার্তিক (২৮৮ ডিসমিসাল) কামরান আকমল (২৭৪ ডিসমিসাল), জস বাটলার (২৪২ ডিসমিসাল)।

আফগানিস্তান নিয়ে সতর্ক পাকিস্তান কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তান এখন আর সহজ প্রতিপক্ষ নয়। বিশেষ করে যখন খেলা হয় শারজাহর মতো উপমহাদেশীয় উইকেটে। বিষয়টি ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন পাকিস্তানের প্রধান কোচ মাইক হেসন। এশিয়া কাপের আগে আফগানদের নিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক তিনি।

এশিয়া কাপের আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হবে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত ও আফগানিস্তান। রবিবার দল ঘোষণার সময় এক সংবাদ সম্মেলনে হেসন বলেন,'গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তান সেমিফাইনালে খেলেছে। তারা এখন শীর্ষ পর্যায়ের একটি দল, বিশেষ করে শারজাহতে। তাদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দারুণ চমক দেখিয়েছে আফগানিস্তান। গ্রুপ পর্বে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে, সুপার এইটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশকে। পরে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় তারা।

এই অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস তাদের আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে বলে মনে করছেন পাকিস্তান কোচ।

আগামী ২৯ আগস্ট শুরু হয়ে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। এর পরদিন শুরু হবে এশিয়া কাপ। পাকিস্তান কোচের মতে,'এই ম্যাচগুলোর একটিকেও আমরা হালকাভাবে নিচ্ছি না। এশিয়া কাপের প্রস্তুতির জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।'

আফগানদের স্পিন অ্যাটাকের বিপক্ষে মিডল অর্ডারে নিজের দলের ব্যাটারদের কার্যকারিতা নিয়েও আশাবাদ ব্যক্ত করেন হেসন। তিনি বলেন,'আমাদের মিডল অর্ডার শুধু ঘূর্ণির বিপক্ষে উইকেট বাঁচাতে পারে না, বরং প্রতিপক্ষকে চেপে ধরার মতো সক্ষমতা রাখে। আর এটাই এমন লড়াইয়ে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR